বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ
(Transport and Communication of Bangladesh)

ইউনিট ১০

ভূমিকা

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। বর্তমানে বাংলাদেশে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চারলেনে রূপান্তর, স্ব-অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ, সোনার বাংলা রেলের সংযোজন, বিভাগীয় শহরসমূহে ফ্লাইওভার তৈরি এবং ই-কর্মাস ও ই-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশে প্রধানত চার ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। যথা-সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ, বিমানপথ। এছাড়া রয়েছে ই-যোগাযোগ মাধ্যম। এই ইউনিটে বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১০.১: পরিবহন ও যোগাযোগ
পাঠ ১০.২: সড়কপথ
পাঠ ১০.৩: রেলপথ
পাঠ ১০.৪: নৌপথ
পাঠ ১০.৫: বিমানপথ

পাঠ-১০.১ পরিবহন ও যোগাযোগ (Transport & Communication)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

পরিবহন ও যোগাযোগ

যে কোনো দেশের উন্নয়নে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভৌত অবকাঠামো। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে 'পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাতের (স্থলপথ, জলপথ, বিমানপথ সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ এবং ডাক ও তার যোগাযোগ উপখাত সমন্বয়ে গঠিত) অবদান ১১.২৫ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৬৮ শতাংশ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭)। নিম্নে ছকের মাধ্যমে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখানো হলো।

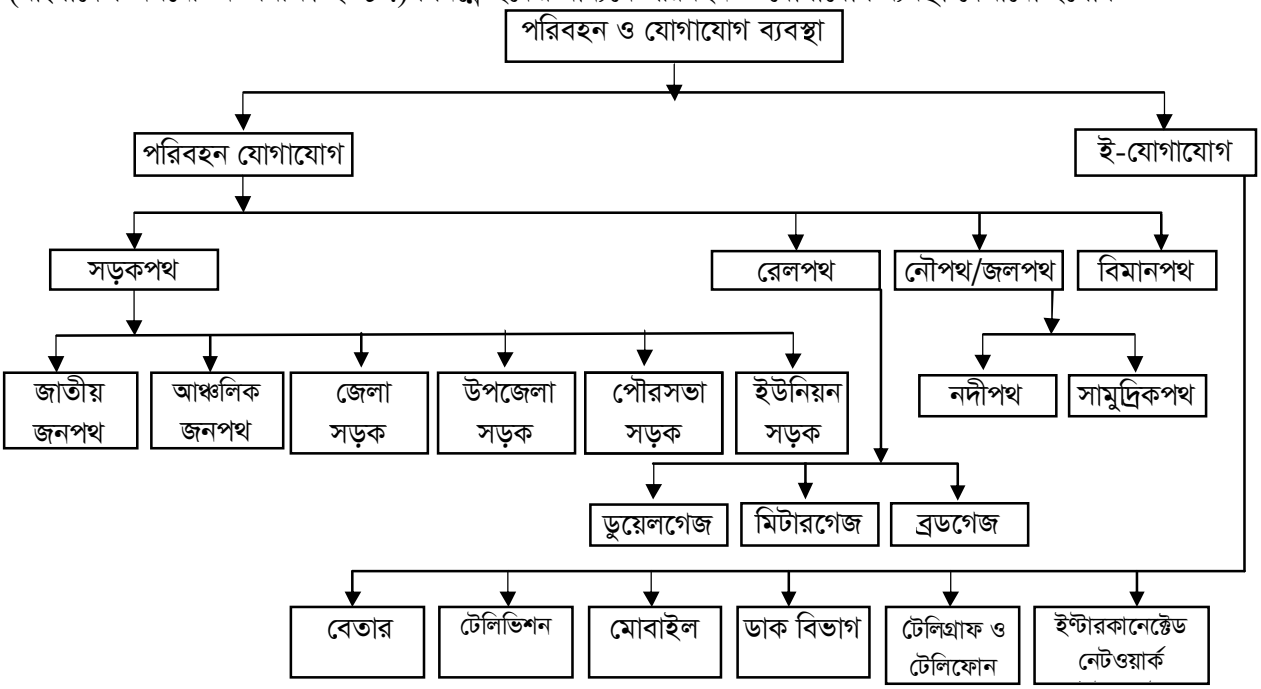

বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

১. **সড়কপথ :** নদী ও রেলপথের পরিপূরক হিসাবে সড়কপথের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোট ২১,৩০২ কিলোমিটার সড়কপথ রয়েছে। তন্মধ্যে ১৮ শতাংশ জাতীয় মহাসড়ক, ২০ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ৬২ শতাংশ জেলা সড়ক রয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৭)। ঢাকা থেকে সড়কপথে বাংলাদেশের সকল জেলার যোগাযোগ রয়েছে।

২. **রেলপথ :** রেলপথে যাতায়াত নিরাপদ এবং আরামদায়ক। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ২,৮৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ রয়েছে যা ১৯৫১ সালে ছিল ২,৬১০ কিলোমিটার। এই রেলপথের মধ্যে ৩৭৫ কিলোমিটার ডুয়েলগেজ, ১,৮৪৩ কিলোমিটার মিটারগেজ এবং ৬৫৯ কিলোমিটার ব্রডগেজ। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের রেললাইনসমূহ ব্রডগেজের।

৩. **জলপথ :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জলপথের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে প্রধান দুই ধরনের জলপথ রয়েছে। যথা- ১নদীপথ এবং উপকূলীয় সামুদ্রিকপথ। নদীপথেই প্রধানত ৭৫ শতাংশ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও যাত্রী পরিবহন কার্য সম্পাদিত হয়। এছাড়াও উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপগুলোতে সামুদ্রিক পথে যাতায়াত ও পরিবহন কার্য সম্পাদিত হয়।

৪. **বিমানপথ :** বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরপর ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম বিমান চালু হয়। দ্রুত যাতায়াতের জন্য বিমানই একমাত্র মাধ্যম। বর্তমানে বাংলাদেশে ৮টি অভ্যন্তরীণ রুটসহ ২৫টি আন্তর্জাতিক রুটে বিমান চলাচল করে। বর্তমানে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে। যথা- শাহজালাল, শাহ আমানত ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এছাড়া অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর রয়েছে ৭টি। এগুলো হলো- কক্সবাজার, শাহমাখদুম, যশোর, বরিশাল, সৈয়দপুর, ঈশ্বরদী ও কুমিল্লা বিমানবন্দর।

ই-যোগাযোগ ব্যবস্থা

বেতার : বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ ও সংবাদ প্রচারের জন্য বেতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। বর্তমানে ৯টি সরকারি বেতারকেন্দ্র রয়েছে। এগুলো হলো-ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, ঠাকুরগাঁও, রাঙামাটি ও রংপুর। বেসরকারিভাবে ২৫টি বেতার কেন্দ্র রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো রেডিও ফূর্তি, রেডিও আমার, রেডিও টুডে, ঢাকা এফএম, রেডিও ভূমি প্রভৃতি। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এসকল বেতারকেন্দ্রসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান সরাসরি এফএম রেডিও, এ.এম রেডিওতে সম্প্রচার হয়। বর্তমানের বাংলাদেশ বেতারের মোট স্টুডিওর সংখ্যা ১৬টি এবং ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে।

টেলিভিশন : বর্তমান যুগে টেলিভিশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ গণ-যোগাযোগ মাধ্যম। ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন (বিটিভি) চালু হয়, যা ঢাকার রামপুরায় অবস্থিত। এছাড়া ২০টিরও বেশি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল (যেমন-চ্যানেল আই, দেশটিভি, এনটিভি, একাত্তর, বাংলাভিশন প্রভৃতি) রয়েছে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারি টিভি চ্যানেল (এটিএন বাংলা) চালু হয়।

মোবাইল : বর্তমানে বাংলাদেশে যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সহজ ও সুবিধাজনক যোগাযোগ মাধ্যম হচ্ছে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোনকে সেলুলার ফোন, সেল ফোন বা হ্যান্ডফোন ও বলা হয়। ২০১৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা ১২.৮ কোটি অতিক্রম করেছে (সারণি ১০.১.১)।

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন : টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। বর্তমানে বাংলাদেশে সব জেলা শহরের সাথে এবং কোনো কোনো উপজেলা সদরের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরাসরি ডায়ালিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে (সারণি ১০.১.১)।

সারণি ১০.১.১: মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলিঘনত্ব

গ্রাহক শ্রেণি, প্রবৃদ্ধি, টেলিঘনত্ব	সাল			
	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৯.৭৪	১১.৪৮	১২.১৯	১২.৬৪
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১০	০.১১	০.১১	০.০৭২
মোট গ্রাহক (কোটি)	৯.৮৪	১১.৫৯	১২.৩০	১২.৭১
ইন্টারনেট ইউজার (কোটি)	৩.১০	৩.৫৬	৪.২৮	৬.৬৬
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব (%)	৬৩.৯১	৭৬.৪৪	৭৮.৭৯	৮১.৪৮

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৭ (পৃ. ১৫৭)

ডাক বিভাগ : ডাক বিভাগ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশে মোট ডাকঘরের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬,৬৮১টি। বর্তমানে এর সংখ্যা প্রায় ৯,৮৮৬টি।

ইন্টার কানেক্টেড নেটওয়ার্ক (ইন্টারনেট) : ইন্টারনেটের বদৌলতে বর্তমানে যোগাযোগ অনেক সহজ এবং সুবিধাজনক। যার দরুণ সারাবিশ্বের যে কোনো প্রান্তে যোগাযোগ করা যায়। ইন্টারনেটে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম গুলো হলো-ই-মেইল, ফেইসবুক, স্কাইপ, ফেইসটাইম, ইমো, হোয়াটস অ্যাপ, ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা পরিবহণ ও যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর তালিকা প্রণয়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমগুলো হলো- সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ, বিমানপথ, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, ডাকবিভাগ, মোবাইল এবং ইন্টারনেট। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ সকল মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ইন্টারনেটের অর্থ কী?
(ক) ইন্টারকানেক্টেড নেটওয়ার্ক (খ) ইনার আউটার কানেক্টেড নেটওয়ার্ক
(গ) ইন্টারকানেক্টেড ওয়ারহাউজ (ঘ) ইনডোর কানেক্টেড নেটওয়ার্ক

২. বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বিমানবন্দর কয়টি?
(ক) ৮টি (খ) ৯টি (গ) ১০টি (ঘ) ১১টি

পাঠ-১০.২ সড়কপথ (Roadways)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের সড়কপথ বর্ণনা করতে পারবেন।

সড়কপথ

সড়কপথসমূহ বাংলাদেশে জলপথ ও রেলপথের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের জলপথের ন্যায় সড়কপথের গুরুত্বও অপরিসীম। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২১,৩০২ কিলোমিটার সড়কপথ রয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩,৮১৩ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪,২৪৭ কিলোমিটার এবং ফিডার সড়ক ১৩,২৪২ কিলোমিটার (সারণি ১০.২.১)। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের ৪,৫০৭টি সেতু, ১৩,৭৫১টি কালভার্ট এবং ৪১টি ফেরীঘাট রয়েছে (সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭, পৃষ্ঠা ১৪১)। বাংলাদেশের সড়কপথসমূহের দৈঘ্য নিম্নে দেখানো হলো (সারণি ১০.২.১) :

সারণি ১০.২.১: বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার সড়ক পথের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)

বছর	জাতীয়	আঞ্চলিক	ফিডার	মোট
২০১৩	৩,৫৩৮	৪,২৭৮	১৩,৬৩৮	২১,৪৫৪
২০১৪	৩,৫৩৮	৪,২৭৮	১৩,৬৩৮	২১,৪৫৪
২০১৫	৩,৫৪৪	৪,২৭৮	১৩,৬৫৯	২১,৪৮১
২০১৬	৩,৮১৩	৪,২৪৭	১৩,২৪২	২১,৩০২

সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ (পৃ. ১৪২)

জাতীয় মহাসড়ক : জাতীয় মহাসড়কসমূহ রাজধানী ঢাকার সঙ্গে বিভাগীয় শহর, জেলা শহর ও প্রধান বন্দরের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে। জাতীয় মহাসড়কসমূহ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বাংলাদেশের সড়ক ও জনপথ বিভাগ করে থাকে।

আঞ্চলিক মহাসড়ক : আঞ্চলিক মহাসড়ক বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা সদরের সাথে বাণিজ্যিক ও শিল্পকেন্দ্রগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। আঞ্চলিক মহাসড়কের রক্ষণাবেক্ষণও সড়ক ও জনপথ বিভাগ করে থাকে।

জেলা সড়ক : জেলা সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ স্থানীয় জেলা পরিষদ করে থাকে। জেলা সড়কে পাকা ও আধা পাকা দুই ধরনের সড়ক অন্তর্ভুক্ত।

উপজেলা সড়ক : উপজেলা সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ উপজেলা পরিষদ করে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদ সড়ক : ইউনিয়ন পরিষদ সড়কের মধ্যে অধিকাংশ কাঁচা সড়ক। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ এই সকল সড়কের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ১,০৭,২৩৯ কিলোমিটার(উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও পুনর্বাসন করেছে। উক্ত সড়কে ১৩,১৯,০৩২ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুন:নির্মাণ/পুনর্বাসন করেছে।

নিম্নে বাংলাদেশের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বর্ণনা প্রদান করা হলো:

ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কপথ : এই সড়ক পথটি অন্যতম সড়কপথ। ঢাকা হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এই সড়কপথটি চারটি লেনে রূপান্তর করে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। এই সড়কপথটি ঢাকা হতে কাঁচপুর ব্রিজ, দাউদকান্দি ব্রিজ এবং মেঘনা ব্রিজ পার হয়ে কুমিল্লা ও ফেনীর মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। চট্টগ্রাম হতে একটি শাখা কক্সবাজার হয়ে টেকনাফ, একটি শাখা কাপ্তাই, একটি শাখা রাঙামাটি এবং অপরটি বান্দরবান পর্যন্ত বিস্তৃত। ঢাকা হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সড়কপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪৮.১ কিলোমিটার।

ঢাকা-খুলনা সড়কপথ : ঢাকা হতে খুলনা পর্যন্ত সড়কপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩২ কিলোমিটার। এই সড়কপথে ২টি ফেরিঘাট রয়েছে। ঢাকা-খুলনা সড়কপথটি ফরিদপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও যশোর হয়ে খুলনায় গিয়ে শেষ হয়েছে। খুলনা থেকে এর একটি শাখা পিরোজপুর এবং অপর একটি শাখা সাতক্ষীরায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

ঢাকা-সিলেট সড়কপথ : ঢাকা হতে এ সড়কপথটি ভৈরব সেতু ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত। সিলেট হতে এর একটি শাখা সুনামগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঢাকা সিলেট সড়কপথের দৈর্ঘ্য ২৪৩ কিলোমিটার।

ঢাকা- রাজশাহী সড়কপথ : ঢাকা হতে টাঙ্গাইলের উপর দিয়ে যমুনা সেতু, পাবনা ও নাটোরের ভিতর দিয়ে প্রায় ২৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ সড়কপথটি ঢাকা-রাজশাহী সড়কপথ নামে পরিচিত।

ঢাকা- রংপুর সড়কপথ : ঢাকা হতে ৩০৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-রংপুর সড়কপথ। এই সড়কপথটি টাঙ্গাইল দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেতু অতিক্রম করে বগুড়ার মধ্য দিয়ে গাইবান্ধার উপর দিয়ে রংপুর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরপর দিনাজপুরের উপর দিয়ে ঠাকুরগাঁও হয়ে পঞ্চগড় পর্যন্ত পৌঁছেছে। রংপুর হতে একটি শাখা দিনাজপুর পর্যন্ত পৌঁছেছে।

ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কপথ : ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১২ কিলোমিটার। ময়মনসিংহ হতে একটি শাখা জামালপুর এবং অপর একটি শাখা নেত্রকোনায় পৌঁছেছে।

ঢাকা-বরিশাল সড়কপথ : ঢাকা হতে বরিশাল সড়কপথের দৈর্ঘ্য ২৪৭ কিলোমিটার। বরিশাল হতে একটি শাখা পটুয়াখালী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথে একটি ফেরি রয়েছে।

ঢাকা-বাগেরহাট-মংলা সড়কপথ : এই সড়কপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২২৪ কিলোমিটার।

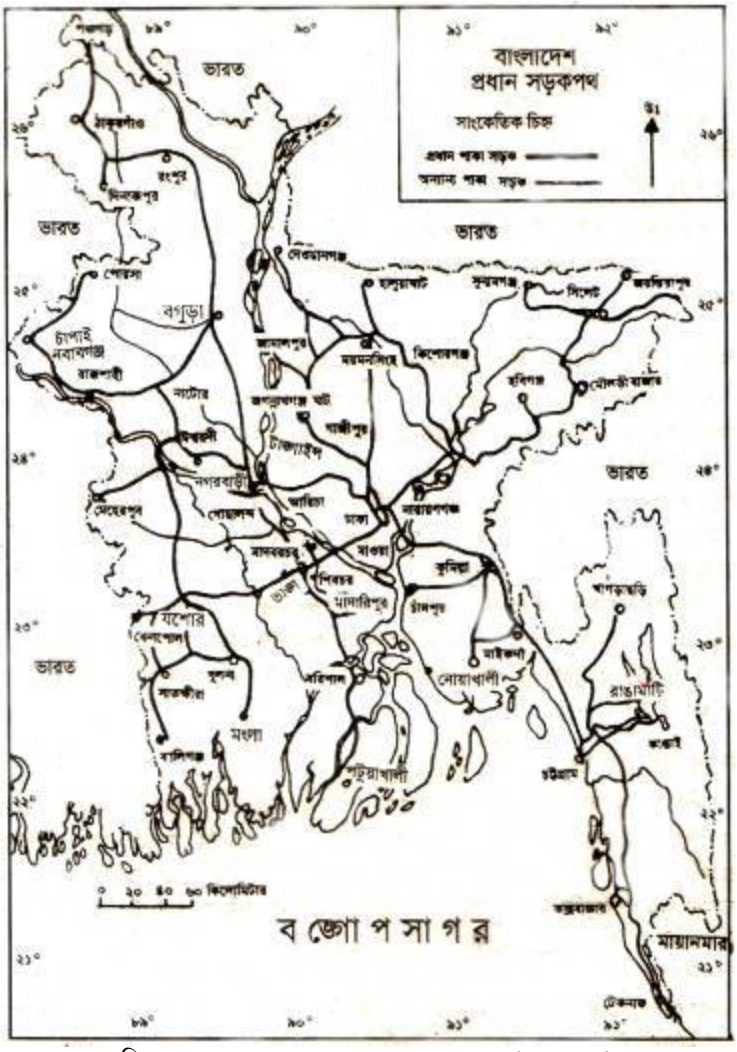

চিত্র ১০.২.১: বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা (সড়ক পথ)

বাংলাদেশের সড়কপথের উন্নয়ন

ঢাকা-আশুলিয়া এবং ঢাকা ইস্ট ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে আশুলিয়া হয়ে চন্দ্রা পর্যন্ত ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে এবং সাভারের হেমায়েতপুর হতে সিরাজদিখান হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মদনপুর পর্যন্ত ৮০কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটর এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬)।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে : ঢাকা হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ চলছে। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬)

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল: ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ, চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে পূর্ব অংশের সংযোগ স্থাপনের জন্য কর্ণফুলী নদীর তলদেশে প্রায় ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬)

পদ্মাসেতু : দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে (২৮,৭৯৩.৩৯ কোটি টাকা) নির্মাণের কাজ চলছে। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬)।

বঙ্গবন্ধু সেতু: যমুনা নদীর উপর ১৯৯৮ সাল থেকে ৪.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের উত্তরাঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ সেতুর উপর দিয়ে সড়ক ও রেলপথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ফাইবার অপটিক টেলিফোন লাইন স্থাপিত হয়েছে।

সড়ক যোগাযোগ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নের কাজ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এবং সেতু বিভাগ প্রভৃতি কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা প্রধান প্রধান সড়কপথসমূহ মানচিত্রে অনুশীলন করবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে পরিবহন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সড়কপথের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সড়কপথ রয়েছে। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পথসমূহ হলো- ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-খুলনা, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-রাজশাহী, ঢাকা-ময়মনসিংহ, মংলা সড়কপথ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঢাকা-বাগেরহাট-মংলা সড়কপথের দৈর্ঘ্য কত?

(ক) ২২০ কিলোমিটার (খ) ২২২ কিলোমিটার (গ) ২২৪ কিলোমিটার (ঘ) ২৩০ কিলোমিটার

২। বাংলাদেশের সড়কপথের ক্ষেত্রে-

i. সড়কপথসমূহ বাংলাদেশে জলপথ ও রেলপথের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে,

ii. বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২১,৩০২ কিলোমিটার সড়কপথ রয়েছে

iii. বাংলাদেশে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের পরিমাণ যথাক্রমে ৩,৮১৩ ও ৪,২৪৭ কিলোমিটার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i, ii ও iii (ঘ) iii

পাঠ-১০.৩ রেলপথ (Railways)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের রেলপথের বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে পারবেন।

রেলপথ

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম রেলপথের সূচনা হয় ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর। এই রেলপথটি ছিল দর্শনা হতে জগতী পর্যন্ত মাত্র ৫৩ কিলোমিটার দেশ বিভাগের সময় ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত ভারতে ৯টি প্রধান রেলপথ ছিল। বাংলাদেশ এর একটি আংশিকভাবে লাভ করে এবং এর দৈর্ঘ্য ছিল ২৭০৬ কি.মি.। এটি মূলত আসাম বেঙ্গল রেলপথের অংশ বিশেষ ছিল। তন্মধ্যে ব্রডগেজ ৮৭৫ কিলোমিটার, মিটারগেজ ১৮০০ কিলোমিটার এবং ন্যারোগেজ ৩১ কিলোমিটার ছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশে রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৮৭৭ কিলোমিটার তন্মধ্যে ব্রডগেজ ৬৫৯ কিলোমিটার এবং মিটারগেজ ১,৮০৮ কিলোমিটার এবং ডুয়েলগেজ ৪১০ কিলোমিটার। বর্তমানে কোন ন্যারোগেজ রেলপথ নাই। যমুনা নদীর পশ্চিমাংশে অর্থাৎ খুলনা ও রাজহাশী বিভাগে ব্রডগেজ রেলপথ রয়েছে। মিটারগেজ রেলপথ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ অর্থাৎ যমুনা নদীর পূর্বাংশে অবস্থিত। ডুয়েলগেজ রেলপথ বঙ্গবন্ধু সেতু অতিক্রম করে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করেছে।

সারণি-১০.৩.১ : বাংলাদেশের রেলওয়ের মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)

বছর	ব্রডগেজ	ডুয়েলগেজ	মিটারগেজ	মোট
২০১০-১১	৬৫৯	৩৭৫	১,৭৫৭	২,৭৯১
২০১১-১২	৬৫৯	৩৭৫	১,৮৪৩	২,৮৭৭
২০১২-১৩	৬৫৯	৩৭৫	১,৮৪৩	২,৮৭৭

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪

বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৯৯টি রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে। লাকসাম, আখাউড়া, ময়মনসিংহ, ভৈরববাজার, ঈশ্বরদী, পার্বতীপুর, শান্তাহার, কাউনিয়া, কুলাউড়া, দর্শনা উল্লেখযোগ্য রেলওয়ে জংশন। ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন দেশের বৃহত্তম। ঢাকা থেকে দেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরে সরাসরি রেলপথে যাতায়াত করা যায়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার রেলপথের উল্লেখ করা হলো:

১. মিটারগেজ রেলপথ : বাংলাদেশে প্রায় ১৮৪৩ কিলোমিটার মিটারগেজ রেলপথ রয়েছে। বাংলাদেশের মিটারগেজ রেলপথ সমূহ হলো-১। চট্টগ্রাম-লাকসাম-আখাউড়া-ভৈরববাজার-নরসিংদী-টঙ্গী-ঢাকা-নায়ায়নগঞ্জ রেলপথ, ২। আখাউড়া-শায়েস্তাগঞ্জ-কুলাউড়া-সিলেট-ছাতক রেলপথ, ৩। কুলাউড়া-লাতু স্টেশন রেলপথ, ৪। শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ রেলপথ, ৫। নারায়নগঞ্জ-ঢাকা-টঙ্গী-ময়মনসিংহ-জামালপুর রেলপথ, ৬। জামালপুর-সরিষাবাড়ী- জগন্নাথগঞ্জ রেলপথ, ৭। জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ রেলপথ, ৮। চাঁদপুর-লাকসাম-নোয়াখালী রেলপথ, ৯। ভৈরববাজার-গৌরীপুর-ময়মনসিংহ রেলপথ, ১০। গৌরীপুর-মোহনগঞ্জ রেলপথ, ১১। গৌরীপুর-নেত্রকোনা রেলপথ, ১২। চট্টগ্রাম-দোহাজারী এবং চট্টগ্রাম-নাজিরহাট রেলপথ ১৩। মদনগঞ্জ-নরসিংদী রেলপথ, ১৪। ফুলছড়ি ঘাট-বোনারপাড়া-রংপুর-দিনাজপুর রেলপথ, ১৫। বোনারপাড়া-বগুড়া-শান্তাহার রেলপথ ১৬। কাউনিয়া- তিস্তা-লালমনিরহাট রেলপথ ১৭। লালমনিরহাট-পাটগ্রাম রেলপথ।

২. ব্রডগেজ রেলপথ : বাংলাদেশে ব্রডগেজ রেলপথের পরিমাণ ৬৫৯.১২ কিলোমিটার। ব্রডগেজ রেলপথসমূহ হলো- ১। খুলনা-যশোর-দর্শনা-পোড়াদহ- ঈশ্বরদী-পার্বতীপুর-চিলাহাটি রেলপথ, ২। পোড়াদহ-রাজবাড়ী-গোয়ালন্দ রেলপথ, ৩। পার্বতীপুর- ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় রেলপথ, ৪। ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ রেলপথ, ৫। ঈশ্বরদী-আবদুলপুর-রাজশাহী-আমনুরা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ রেলপথ ৬। পার্বতীপুর-জয়পুরহাট-শান্তাহার-নাটোর রেলপথ, ৭। রূপসা-বাগেরহাট রেলপথ, ৮। যশোর-বেনাপোল রেলপথ ৯। কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী- কাশিয়ানী রেলপথ।

৩. ডুয়েলগেজ রেলপথ : গাজীপুর হতে বঙ্গবন্ধু ব্রিজ হয়ে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেলপথ রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৭০.৮ কিলোমিটার।

রেলপথের উন্নয়ন : বাংলাদেশ রেলওয়ে সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রংপুর-ঢাকা, ঢাকা-সিলেট, ময়মনসিংহ-বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্বসহ বিভিন্ন রুটে মোট ৯৮টি ট্রেন চালু করেছে এবং ২৬টি ট্রেনের সার্ভিস বৃদ্ধি করেছে। মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের

মাধ্যমে রেলের টিকেট প্রদানসহ রেলের বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়। এছাড়াও ঢাকা বিমানবন্দর এবং চট্টগ্রাম স্টেশন ওয়াইফাই এর আওতায় আনা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলো ক্লোজসার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। সম্প্রতি লাকসাম-চিনকি আস্তানা এবং টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশন ডাবল লাইনে উন্নীত করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০০৯ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ২৩৬.৮৭ কিলোমিটার রেলপথ, ১৭৯টি সেতু, ৬৭টি স্টেশন বিল্ডিং নতুন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২৪৮.৫০ কিলোমিটার রেলপথ ডুয়েলগেজে রূপান্তর করা হয়েছে। রেলওয়ে নেটওয়ার্ক অধিক সম্প্রসারণের জন্য দোহাজারী-কক্সবাজার-গুনদুম (১২৯.৫৮ কিলোমিটার), কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া(১৩২ কিলোমিটার), পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা (৬০ কিলোমিটার), ঈশ্বরদী-পাবনা-ঢালার চর (৭৮.৮০ কিলোমিটার) এবং খুলনা-মংলা (৬৪.৭৫ কিলোমিটার) নতুন রেললাইন নির্মাণের ও কোনো কোনোক্ষেত্রে পুনঃনির্মাণের কাজ চলছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭)।

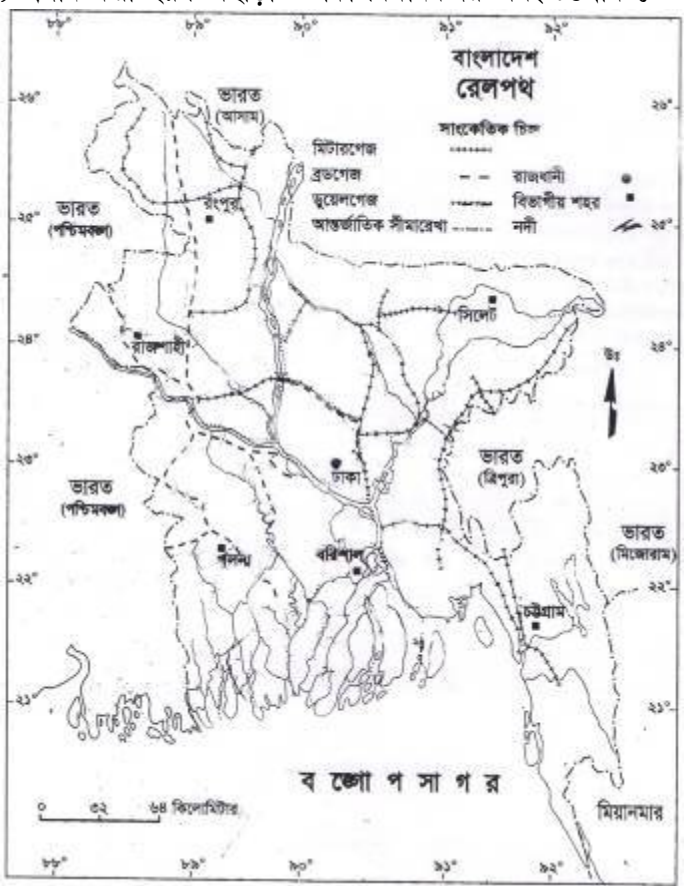

চিত্র ১০.৩.১: বাংলাদেশের রেলপথ

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের রেলপথসমূহ মানচিত্রে অনুশীলন করবেন।

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রধানত তিন ধরনের রেলপথ রয়েছে। যথা- মিটারগেজ, ব্রডগেজ এবং ডুয়েলগেজ। বঙ্গবন্ধু সেতুর মাধ্যমে ডুয়েলগেজ রেলপথ দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ হওয়ায় পরিবহন ও যোগাযোগের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশের ডুয়েলগেজ রেলপথের দৈর্ঘ্য কত?
(ক) ৩৭০.৮ কিলোমিটার (খ) ৩৮০.৮ কিলোমিটার (গ) ৩৯০.০০ কিলোমিটার (ঘ) ৩৫০.০ কিলোমিটার

২। বাংলাদেশের রেলপথের বৈশিষ্ট্য-
i. মিটারগেজ, ব্রডগেজ এবং ডুয়েলগেজ
ii. রেলওয়ে স্টেশনের সংখ্যা ৪৯৯টি
iii. যমুনা নদীর পশ্চিমাংশের ব্রডগেজ রেলপথ রয়েছে।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i, ii ও iii (ঘ) iii

পাঠ-১০.৪ নৌপথ (Riverways)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের নৌপথ বর্ণনা করতে পারবেন।

নৌপথ

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীপথই প্রধান পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা। সমগ্র বাংলাদেশে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলী, সুরমা, কুশিয়ারা, মাতামুহুরী, আত্রাই, মধুমতী, গড়াই, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, মাথাভাঙ্গা, মহানন্দা, তিস্তাসহ বহু নদী, শাখানদী, উপনদী ছড়িয়ে রয়েছে। এ সকল নদ-নদীর অধিকাংশই নৌ চলাচলের উপযোগী। উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপগুলোতে সামুদ্রিক পথে যাতায়াত ও পরিবহন কার্য সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশে মোট ৮,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নৌপথ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ৫,৪০০ কিলোমিটার সারাবছর নৌ চলাচলের উপযোগী। অবশিষ্ট ৩,০০০ কিলোমিটার শুধুমাত্র বর্ষাকালে নৌ চলাচলের উপযোগী। বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দরগুলোর মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা অন্যতম। এছাড়াও ভৈরববাজার, আশুগঞ্জ, চাঁদপুর, ঝালকাঠি, মাদারীপুর, সিরাজগঞ্জ, আজমিরিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নদীবন্দর রয়েছে। নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন, নৌপথের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ প্রধান দুটি সংস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এগুলো হলো-বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এবং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি): বিআইডব্লিউটিসি নৌ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, নিরাপদ নৌ যান চলাচল নিশ্চিতকরণসহ অভ্যন্তরীণ নৌ বন্দরসমূহ উন্নয়ন, বিভিন্ন লঞ্চঘাটে পল্টুন ও ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদান, নৌপথ সচলকরণ, কন্টেইনার পণ্য পরিবহন অবকাঠামো সৃষ্টি, নৌপথের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য খনন কাজ প্রভৃতি করে থাকে। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার জন্য বিআইডব্লিউটিসি'র রয়েছে ১৮৪টি জলযান। সাম্প্রতিক সময়ে ১৭টি ফেরি, ৮টি পল্টুন, ৪টি সী ট্রাক, ১২টি ওয়াটার বাস, ২টি ঘাট পল্টুন এবং ২টি যাত্রাবাহী জাহাজসহ ৪৫টি জলযান নির্মাণ করে। ঢাকা শহরের সড়কপথে যানজট হ্রাস ও পরিবেশ দূষণ হ্রাস করতে বৃত্তাকার নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জন্য ১২টি ওয়াটার বাস চলাচল করছে। ৪টি সী ট্রাকের সংযোজন দেশের বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে উপকূলবাসী দৈনন্দিন যাতায়াত নিশ্চিত করেছে। সম্প্রতি মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুর জেলার মধ্যে গোমতী নদীর উপর মতলব-গজারিয়া নৌপথে এবং আবুপুর-মৃধারহাট, শরীয়তপুর-বরিশাল, মুলাদী ফেরী সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

নৌযান নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য নদীগুলোর ড্রেজিং করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত ৪ বছরে ১৪টি উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন ড্রেজার মেশিন এবং ২টি উদ্ধারকারী জলযান সংযোজন করা হয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭)। নিম্নে বাংলাদেশের নদীগুলোর উন্নয়ন খনন এবং সংরক্ষণ খননের পরিমাণ দেখানো হলো।

সারণি ১০.৪.১: নদী উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)

সাল	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন
২০১২-১৩	৫১.৯৮	৪৪.৬৬
২০১৩-১৪	৪৭.০২	৫৭.৯০
২০১৪-১৫	১২০.১৫	৫০.৭৭
২০১৫-১৬	১২৭.৬১	৫৬.৭২

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ (পৃ. ১৫১)

অভ্যন্তরীণ নৌপথকে প্রধান সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

ঢাকা অঞ্চল- ঢাকা অঞ্চলের নৌপথগুলো হচ্ছে-১. ঢাকা-চাঁদপুর-বরিশাল-খুলনা, ২. ঢাকা-বরিশাল-পটুয়াখালী, ৩. ঢাকা-শরিয়তপুর, ৪. ঢাকা-মাদারীপুর-গোপালগঞ্জ, ৫. ঢাকা-চাঁদপুর-ভাগ্যকুল-ফরিদপুর, ৬. ঢাকা-কাঠপট্টি-তালতলা-লৌহজং, ৭. ঢাকা-সাভার-এলাচি এবং ঢাকা-সাভার-সাটুরিয়া প্রভৃতি।

নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল-এ অঞ্চলে প্রধান নৌপথগুলো হচ্ছে-১. নারায়ণগঞ্জ-চাঁদপুর, ২. নারায়ণগঞ্জ-মুন্সিগঞ্জ, ৩. নারায়ণগঞ্জ-মতলব , ৪. নারায়ণগঞ্জ-দাউদকান্দি, ৫. নারায়ণগঞ্জ- সুরেশ্বর, ৬. নারায়ণগঞ্জ-গোপালগঞ্জ, ৭. নারায়ণগঞ্জ-রামচন্দ্রপুর, ৮. নারায়ণগঞ্জ-বানাকান্দি, ৯. নারায়ণগঞ্জ-ঘোড়াশাল প্রভৃতি।

বরিশাল অঞ্চল- এ অঞ্চলের প্রধান নৌপথগুলো হলো-১. বরিশাল-খুলনা, ২. বরিশাল-পটুয়াখালী,৩. বরিশাল- হিজলা, ৪. বরিশাল-বরগুনা, ৫. বরিশাল- পাথরঘাটা, ৬. বরিশাল-মাদারীপুর, ৭. বরিশাল- স্বরূপকাঠি।

খুলনা অঞ্চল : ১. খুলনা-সাতক্ষীরা, ২. খুলনা-মংলা, ৩. খুলনা-দৌলতপুর- নলডাঙ্গা, ৪. খুলনা-বরিশাল, ৫. খুলনা-মানিকদহ।

চট্টগ্রাম অঞ্চল : ১। চট্টগ্রাম-চাঁদপুর, ২। চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ, ৩। রাঙামাটি-কাপ্তাই, ৪। কাপ্তাই-বিলাইছড়ি প্রভৃতি এ অঞ্চলের প্রধান নৌ-পথ।

উত্তরাঞ্চল : উত্তরাঞ্চলের প্রধান নৌপথগুলো হচ্ছে- ১। কুষ্টিয়া-কুমারখালী, ২। নঁওগা-মহাদেবপুর, ৩। গোয়ালন্দ- জগন্নাথগঞ্জ, ৪। নগরবাড়ি- সিরাজগঞ্জ, ৫। বাহাদুরপুর-রৌমারি, ৬। কুড়িগ্রাম- ভুরুঙ্গামারি।

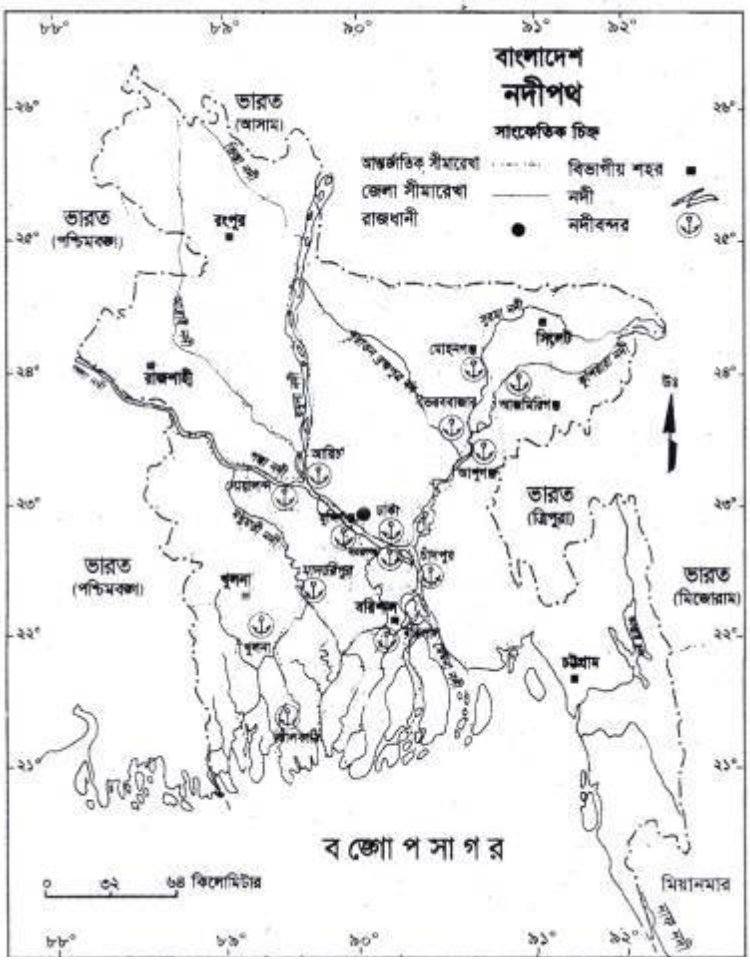

চিত্র ১০.৪.১: বাংলাদেশের নদীপথ

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা মানচিত্রে নৌ বন্দর ও সমুদ্র বন্দর চিহ্নিত করবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় নৌপথেই শতকরা ৭৫ শতাংশ পণ্য পরিবহন হয়। সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থাৎ পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নৌ বন্দরসমূহ হলো- নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, মুন্সিগঞ্জ, বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, সিরাজগঞ্জ, জগন্নাথগঞ্জ, গোয়ালন্দ, ভৈরববাজার, আশুগঞ্জ, খেপুপাড়া, মাদারীপুর, বাঘাবাড়ী উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদীপথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও যাত্রী পরিবহনের কতভাগ কার্য সম্পাদিত হয়?
(ক) ৮০% (খ) ৭৫% (গ) ৮৫% (ঘ) ৯০%

২। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
(ক) ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ খ) ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ (গ) ৫ মার্চ, ১৯৭২ (ঘ) ৫ নভেম্বর, ১৯৭৩

পাঠ-১০.৫ বিমানপথ (Airways)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের বিমানপথ বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারবেন।

বিমানপথ

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম বিমান চালু হয়। কম সময়ে যোগাযোগের জন্য বিমানপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বিমান সার্ভিস প্রধান দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-অভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিস এবং আন্তর্জাতিক বিমান সার্ভিস। বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বমোট ১০টি বিমানবন্দর (৩টি আন্তর্জাতিক ও ৭টি অভ্যন্তরীন বিমানবন্দর) রয়েছে। এছাড়াও ২টি স্টলপোর্ট রয়েছে। যাত্রীস্বল্পতার কারণে ২টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর ও স্টলপোর্টে ফ্লাইট যাতায়াত করছে না।

বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহ : বাংলাদেশে মোট ১০টি বিমানবন্দর রয়েছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দসমূহ হলো:
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ঢাকা): এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, দৈর্ঘ্য ১০,৪০০ ফুট।
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (চট্টগ্রাম): এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এর দৈর্ঘ্য ১০,০০০ ফুট।
ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (সিলেট): এটি বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এর দৈর্ঘ্য ৮,৫০০ ফুট।

ঈশ্বরদী বিমানবন্দর (পাবনা) এবং কুমিল্লা বিমানবন্দরে (কুমিল্লা) বর্তমানে সরকারি ফ্লাইট চলাচল করছে না। বেসরকারিভাবে ঈশ্বরদী বিমানবন্দরে বিমান চলাচল করছে। এ দুইটি বিমানবন্দরের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪,৭০০ ও ২,১০০ ফুট। কক্সবাজার বিমানবন্দর (কক্সবাজার), শাহ্ মাখদুম বিমানবন্দর (রাজশাহী), যশোর বিমানবন্দর (যশোর), বরিশাল বিমানবন্দর (বরিশাল) এবং সৈয়দপুর বিমানবন্দর (নীলফামারী)সমূহ অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর। বর্তমানে বাগেরহাট খুলনায় ১টি বিমানবন্দর নির্মাণাধীন রয়েছে। নির্মাণাধীন বিমানবন্দরটির নাম খানজাহান আলী বিমানবন্দর। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সার্কভুক্ত ২টি দেশে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ৪টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৮টি এবং ইউরোপে ১টি ফ্লাইট সার্ভিস পরিচালনা করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ২৩,১৬,৭২৯ জন যাত্রী এবং ৪২,০৩৮ টন কার্গো পরিবহন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রধানত দুই ধরনের বিমান সেবা রয়েছে। যথা- সরকারি বিমান সেবা এবং বেসরকারি বিমান সেবা।

সরকারি বিমান সেবা : সরকারি বিমান সেবাটির নাম হচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। এটি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে চলাচল করে।

অভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিস : দেশের অভ্যন্তরে নিম্নলিখিত জেলায় বিমান চলাচল করে।

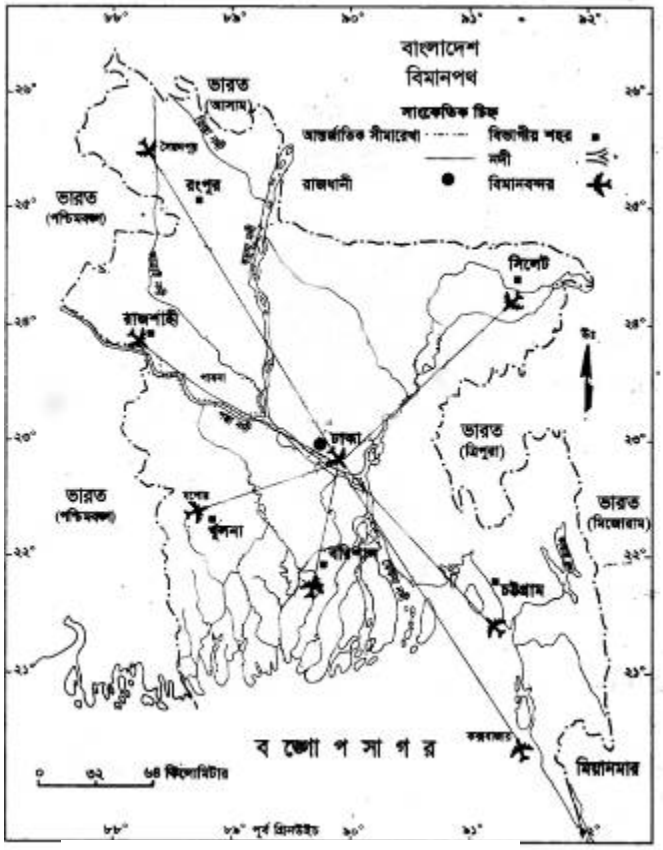

চিত্র ১০.৫.১: বাংলাদেশের বিমানপথ

১. ঢাকা-চট্টগ্রাম
২. ঢাকা- যশোর
৩. ঢাকা- সিলেট
৪. চট্টগ্রাম- যশোর
৫. চট্টগ্রাম- কক্সবাজার
৬. ঢাকা-কক্সবাজার
৭. ঢাকা- সৈয়দপুর
৮. ঢাকা- রাজশাহী
৯. চট্টগ্রাম- সিলেট
১০. ঢাকা- বরিশাল

আন্তর্জাতিক বিমান সার্ভিস : বর্তমানে বাংলাদেশের বিশ্বের ২৫টি দেশের সাথে বিমানপথে যোগাযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিমান সার্ভিসসমূহ নিম্নরূপ-

১. ঢাকা- কোলকাতা
২. চট্টগ্রাম- কোলকাতা
৩. ঢাকা- কাঠমুন্ডু
৪. ঢাকা- লন্ডন
৫. ঢাকা- দুবাই
৬. ঢাকা-ব্যাংকক
৭. ঢাকা- করাচী
৮. ঢাকা- আবুধাবী
৯. ঢাকা- মুম্বাই
১০. ঢাকা- সিঙ্গাপুর
১১. ঢাকা- জেদ্দা
১২. ঢাকা- দোহা
১৩. ঢাকা- আমস্টারডাম
১৪. ঢাকা- কুয়েত
১৫. ঢাকা-এথেন্স
১৬. ঢাকা- ত্রিপলী
১৭. ঢাকা- মাসকাট
১৮. ঢাকা-কুয়ালালামপুর
১৯. ঢাকা-ইস্তাম্বুল
২০. ঢাকা- মিয়ানমার
২১. ঢাকা- রোম
২২. ঢাকা- বাগদাদ
২৩. ঢাকা- টোকিও
২৪. ঢাকা জার্কাতা
২৫. ঢাকা- প্যারিস।

এছাড়া ও কলম্বো, মালে, সিউল, ম্যানিলা, বেইজিং, কায়রো, বৈরুত, তেহরান, টরেন্টো, মেলর্বোন ও সিডনিতে বিমান সার্ভিস রয়েছে।

বেসরকারি বিমান সেবা : বেসরকারি বিমানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ইউবিডি, নভোএয়ার, রিজেন্ট, সৌদি আরবিয়া এয়ারলাইন্স, জিএমজি এয়ারলাইন্স, মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স, কুয়েত এয়ারলাইন্স, কাতার এয়ারলাইন্স, গালফ এয়ার, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স, থাই এয়ারলাইন্স, এয়ার ইন্ডিয়া, জেট এয়ারওয়েজ, এয়ার চায়না, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, এশিয়ানা এয়ারলাইন্স প্রভৃতি।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের মানচিত্রে অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরসমূহ চিহ্নিত করবেন।

সারসংক্ষেপ

দ্রুত এবং কম সময়ে যোগাযোগের জন্য বিমানপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক, উভয় ধরনের বিমান সার্ভিস রয়েছে। ঢাকা থেকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে বিমানপথে চলাচল করা যায়। এছাড়াও সারাবিশ্বের ২৫টি দেশে বিমানপথে চলাচল করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কবে বাংলাদেশে প্রথম বিমান চালু হয়?
(ক) ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ (খ) ৩ মার্চ, ১৯৭৩ (গ) ৫ এপ্রিল, ১৯৭৪ (ঘ) ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

২. বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে?
(ক) ৪টি (খ) ৩টি (গ) ৫টি (ঘ) ৭টি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব আবিদ একজন ব্যবসায়ী। তিনি চট্টগ্রাম থাকেন। তিনি ঢাকায় পণ্য পরিবহনে যে পথটি ব্যবহার করেন তা বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে রয়েছে। এতে ভাড়া অধিক হলেও সঠিক সময়ে পণ্য পরিবহন করতে সক্ষম।

ক. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কাকে বলে?
খ. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কত প্রকার ও কী কী?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যোগাযোগ পথটির প্রধান রুটসমূহ উল্লেখ করুন।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যোগাযোগ পথটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.১ : ১. ক ২. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.২ : ১. গ ২. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৩ : ১. ক ২. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৪ : ১. খ ২. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৫ : ১. ক ২. খ